ইউনিট ২

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Economic System

ভূমিকা

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। সমাজের মৌলিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই হচ্ছে প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাজ। সমাজের তিনটি মৌলিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হয়, তার উপরই নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি কি ধরনের। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা হয় তা এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ২.১: অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধান

পাঠ ২.২: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠ ২.১ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধান
Economic Problems and Solution in the Economic System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন;
- নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন;
- মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে দাম ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ইউনিট ১ এ আমরা জেনেছি, মানুষের জীবনে দুষ্প্রাপ্যতা হচ্ছে এক ধরনের অর্থনৈতিক বাস্তবতা। প্রাপ্তব্য সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভার পূরণ করা যায় না। সেজন্য মানুষ নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। নির্বাচন করতে গিয়ে সমাজকে তিন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যে পদ্ধতিতে সমাজ কি, কিভাবে এবং কার জন্য এই প্রশ্নগুলোর সমাধান খুঁজে বের করে সেটিই হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি সমাজ উৎপাদন, সম্পদের বন্টন ও বিনিময় এবং দ্রব্য ও সেবার ভোগ এসবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা।

২. সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা।

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

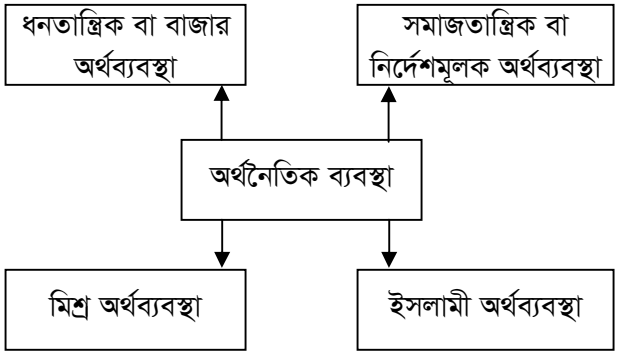

চিত্র ২.১.১ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা (Capitalistic or Market Economic System)

যে অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি বা ফার্ম উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং বাজার ব্যবস্থা সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত থাকে, তাকে ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি বা

ফার্ম কোথায় বিনিয়োগ করবে, কি উৎপাদন বা বিক্রয় করবে, কি দামে দ্রব্য বা সেবা বিনিময় করবে- এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য বা সেবার দাম বাজারে চাহিদা ও যোগান এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এখানে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বর্তমানে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থব্যবস্থা না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রায় কাছাকাছি অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of Capitalistic Economic System)

১. **সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা:** ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি মালিকানার উপর ন্যস্ত থাকে।

২. **অবাধ প্রতিযোগিতা:** সরকারের কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুক্ত প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

৩. **ভোক্তার স্বাধীনতা:** এখানে প্রত্যেকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিদ্যমান। কি, কখন এবং কিভাবে উৎপাদন করা হবে সম্পদের মালিক সে সিদ্ধান্ত নেয়।

৪. **দাম ব্যবস্থা:** চাহিদা ও যোগান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবার দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করে। চাহিদার স্থিত অবস্থায় যোগান বাড়লে দাম কমে। আবার যোগানের স্থিত অবস্থায় চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে।

৫. **মুনাফা অর্জন:** উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত আয় ও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধানকে মুনাফা বলে। উৎপাদক সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ উৎপাদন করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করে।

৬. **সমাজের শ্রেণিবিভাগ:** ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। তুলনামূলকভাবে উচ্চবিত্তের সম্পদের মালিকানা সবচেয়ে বেশি, নিম্নবিত্তের সবচেয়ে কম এবং মধ্যবিত্ত মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। এই শ্রেণিবিভাগ থেকে সামাজিক বৈষম্যের চিত্রও পাওয়া যায়।

৭. **অসম বণ্টন:** ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বন্টনে অসমতা বা বৈষম্য দেখা যায়। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা থাকায় সম্পদের বন্টন অসম হয়। এক্ষেত্রে যার সম্পদ যত বেশি তার আয় তত বেশি।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বন্টন ও দাম প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের উপায়সমূহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন। এখানে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে। এখানে ভোক্তা বা ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা থাকে। এ কারণে এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে মুনাফা বেশি, ফার্মসমূহ সেই পণ্য উৎপাদন করে। এভাবে 'কি' প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। আবার যে প্রযুক্তিতে ব্যয় কম হবে বা উৎপাদন লাভজনক হবে সে পদ্ধতিতেই উৎপাদন হবে। এভাবে 'কি' প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। আবার যে প্রযুক্তিতে ব্যয় কম হবে বা উৎপাদন লাভজনক হবে সে পদ্ধতিতেই উৎপাদন হবে। যা 'কিভাবে' প্রশ্নটির সমাধান করে। অন্যদিকে ভোক্তাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে সামাজিক উৎপাদন তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এভাবে 'কার জন্য' প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়।

এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় দাম প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের ভাষ্য অনুযায়ী 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand) দ্বারা বাজার ব্যবস্থা পরিচালিত। এখানে চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হলে দাম বৃদ্ধি পাবে। ফলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাবে। আবার চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হলে দাম হ্রাস পাবে। এতে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের ওঠানামাকে 'অদৃশ্য হাত' দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থা (Socialistic or Command Economic System)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এক ধরনের নির্দেশনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারণে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার কোনও ভূমিকা থাকে না এবং উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ- াদিমির লেনিন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, সাবেক পূর্ব জার্মানীসহ কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of Socialistic Economic System)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা: সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি মালিকানায় থাকে না। সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত।

২. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত: অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ড, যথা- দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ, শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ, উৎপাদন, বণ্টন ও উন্নয়নের সকল পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়।

৩. সামাজিক কল্যাণ: সমাজতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করে সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।

৪. ভোগ ও বণ্টন ব্যবস্থা: এ অর্থব্যবস্থায় কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদিত হবে, কে কতটুকু দ্রব্য ভোগ করবে তা রাষ্ট্রীয়ভাবেই নির্ধারিত হয়। এখানে সমাজে যে যতটুকু অবদান রাখবে সে অনুপাতে বণ্টন করা হয়। ফলে এখানে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়।

৫. দাম ব্যবস্থা: এ অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ হয় না। অর্থাৎ দ্রব্য বা সেবার দাম স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দ্রব্য বা সেবা দাম নির্ধারিত হয়। এ কারণে সমাজতন্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত।

৬. মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি: যেহেতু সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং দাম ব্যবস্থা অনুপস্থিত, সেহেতু মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব ঘটে না।

৭. শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা: সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পদের মালিকানা না থাকায় শ্রেণি বিভেদ থাকে না। তাই কেউ কাউকে শোষণ করার সুযোগ নেই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান (Solution of Basic Economic Problem in Socialistic Economic System)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই সকল ক্ষমতার ধারক। এখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রম যথা: উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় ও ভোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান, এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার মৌলিক তিনটি সমস্যার সমাধান করে দেয়। এখানে একদিকে ভোক্তা যেমন তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দ্রব্য বা সেবা ভোগ করতে পারে না অন্যদিকে উৎপাদকও দ্রব্যের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করে। এখানে কি উৎপাদিত হবে এবং কি পরিমাণ উৎপাদিত হবে তা কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত হয়। একইভাবে, কিভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে বা কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে তাও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সবশেষে, আয় ও সম্পদের বণ্টনও নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার

কর্তৃক। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয় বরং সামাজিক কল্যাণের জন্য সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
সংজ্ঞা	ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মুক্ত বাজার এবং ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান। অর্থাৎ সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।	সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সকল সম্পদ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই এবং উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতাও থাকে না।
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	এ অর্থব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থা বিদ্যমান। জনগণ উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক। মুনাফার উদ্দেশ্যে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত এবং বিক্রি হয়ে থাকে।	এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় সরকারের। এখানে সামাজিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।
সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস	মূলধনের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দেখা যায়। কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি বা ধনবান লোকের হাতে উৎপাদনের উপায়সমূহ কুক্ষিগত থাকে। অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষ তাদের মজুরি বা বেতনের উপর নির্ভর করে। এখানে শ্রেণি বিরোধ বিদ্যমান।	এ অর্থব্যবস্থায় যেহেতু সমাজে যার যার অবদান অনুযায়ী আয়ের বণ্টন হয়ে থাকে সেহেতু শ্রেণি বৈষম্য নেই। এ কারণে শ্রেণি শোষণও নেই।
অবাধ প্রতিযোগিতা	এখানে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থা বা অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।	স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থা বা অবাধ প্রতিযোগিতা নেই।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economic System)

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণই হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা। অর্থাৎ মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্তি বা ফার্ম বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে থাকে। আবার সরকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান সময়ে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক নয়। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশসমূহে এ দু'ধরনের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়। অর্থাৎ এসব দেশে মিশ্র অর্থনীতি বিদ্যমান। যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, ভারত, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of Mixed Economic System)

১. সম্পদের মালিকানা: এ অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান। আবার উৎপাদনের উপায়সমূহের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি সরকারি মালিকানা স্বীকৃত।

২. ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতের সহাবস্থান: মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাত পাশাপাশি অবস্থান করে। এখানে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতের শিল্প কারখানা একত্রে কাজ করে। এই অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত খাতে মুনাফা অর্জনই লক্ষ্য তবে সরকারি খাতে সামাজিক কল্যাণকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত খাতের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।

৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: এখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা হয়।

৪. দাম ব্যবস্থা: এ অর্থব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির দাম ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ এখানে দ্রব্য বা সেবার দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৫. ব্যক্তি স্বাধীনতা: মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। এখানে ব্যক্তি কি পরিমাণ ভোগ করবে এবং উৎপাদক কি দ্রব্য উৎপাদন করবে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র খুব বেশি হস্তক্ষেপ করে না। তবে সমাজের স্বার্থে কোন কোন সময় ভোগ বা বিপণনের ক্ষেত্রে সরকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে।

৬. **বণ্টন ব্যবস্থা:** যেহেতু এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান, সেহেতু জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন এখানে নিশ্চিত করা কঠিন।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান (Solution of Economic Problem in Mixed Economic System)

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও ব্যক্তিগত খাত পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই এখানে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন- গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্যান্য খাতসমূহকে উদার বেসরকারিকরণ করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় কি উৎপাদন হবে এবং কিভাবে উৎপাদন হবে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে সরকারি ও ব্যক্তিগত খাত উভয়ের ভূমিকা বিদ্যমান। সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকলেও সম্পদ ও আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে। এখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা ও সরকারি নির্দেশে দামব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা (Islamic Economic System)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইহা মানব জীবন ও সমাজের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও পথ নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শরীয়াহ এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত। শরীয়াহ এর মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। যে অর্থব্যবস্থায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় মানুষ জাতি ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সীমিত সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of Islamic Economic System)

১. **সম্পদের মালিকানা:** ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে, "আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। মানুষ কেবল আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং হেফাজত করবে।

২. **হালাল ও হারামের বিধান:** এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে হালাল ও হারাম বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং হারাম পথে উপার্জন বর্জন করতে হবে।

৩. **সম্পদের বণ্টন:** ইসলামী অর্থনীতিতে বণ্টন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে তা দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বণ্টনের উদ্দেশ্যে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে যাকাত, ওশর, সাদকাহ, খারাজ ইত্যাদি।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ ধরনের অর্থনীতিতে সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, কালোবাজারী ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রত্যেককে সমান সুযোগ দেয়া হয়। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "তারা প্রকৃত কল্যাণকর কাজ করল, যারা আল্লাহ, পরকাল, কিতাব, ফেরেশতা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনল এবং তাদের ধন সম্পদ আল্লাহর ভালবাসায় নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, নিঃস্ব, পথিক, দরিদ্র ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল।" [২:১৭৭]

৫. **শ্রমের মর্যাদা:** ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।"

৬. **দাম ব্যবস্থা:** এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় সরকার বা অন্য কোন একক পক্ষ দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান (Solution of Economic Problem in Islamic Economic System)

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এখানে ভোক্তা তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোন দ্রব্য ইচ্ছামত ভোগ করতে পারে না। আবার উৎপাদন ও তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত বিধি অনুসরণ করে চলতে হয়। এক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা যায় না। এখানে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা শোষণমুক্ত দামে দ্রব্য বিক্রি করবে যাতে তার ন্যায্য মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি ভোক্তা ঐ দ্রব্য ক্রয় করে তার উপযোগ সর্বোচ্চ করতে পারে। এভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ যাকাত ও সাদকাহ এর মাধ্যমে বণ্টন করে সামাজিক কল্যাণ ও বৈষম্য দূর করা যায়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি সমাজ উৎপাদন, সম্পদের বন্টন ও বিনিময় এবং দ্রব্য ও সেবার ভোগ এসবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।
- যে অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি বা ফার্ম উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, তাকে ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা বলে।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারণে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার কোনও ভূমিকা থাকে না এবং উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।
- মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও ব্যক্তিগত খাত পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই এখানে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না?
(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (খ) ইসলামী অর্থব্যবস্থা
(গ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (ঘ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা

২। মিতু একটি দেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখল সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ঐ দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক (গ) মিশ্র (ঘ) ইসলামী

৩। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সকল সম্পদের মালিক-
(ক) রাষ্ট্র (খ) সমাজ (গ) ব্যক্তি (ঘ) আল্লাহ

৪। স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা যে অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, তা হচ্ছে-
i. সমাজতান্ত্রিক
ii. মিশ্র
iii. ধনতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
i. সরকারি নিয়ন্ত্রণ
ii. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা
iii. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

একটি দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা জরিপ করে দেখা গেল সেসব এলাকার জনগণ সবাই একসাথে ফসল উৎপাদন করে। সেই উৎপাদিত ফসল সবার মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

৬. দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
(ক) সমাজতান্ত্রিক (খ) ধনতান্ত্রিক (গ) মিশ্র (ঘ) ইসলামী

৭. এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা ও তাঁর ইচ্ছামত কোন দ্রব্য ভোগ করতে পারে না এবং উৎপাদনও করতে পারে না কারণ-
i. এ অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানাধীন
ii. কি পরিমাণ উৎপাদিত হবে এবং বণ্টন হবে তা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
iii. সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Economic System of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমরা পূর্বের পাঠে জেনেছি অর্থনীতিতে যখন সরকারি এবং ব্যক্তিগত খাত একসাথে সহাবস্থান করে তখন সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। কারণ এখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সুসমন্বয় বিদ্যমান। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা আলোচনা করা হল–

১. **সম্পদের মালিকানা:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রত্যেক খাতে সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানার উপস্থিতি বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় রেখে বাকি সম্পদ সরকারকে বাৎসরিক করের বিনিময়ে ব্যক্তি মালিকানার হাতে থাকে।

২. **সরকারি বিনিয়োগ:** সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ খাতসহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা খাতসমূহে সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ পরিচালিত হয়।

৩. **বেসরকারি বিনিয়োগ:** বাংলাদেশের অর্থনীতির অধিকাংশই বেসরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল। তবে বেসরকারি বিনিয়োগের উপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

৪. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা:** সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে অর্থনেতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অর্থনৈতিক খাতসমূহ সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

৫. **স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। অথাৎ বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. **অসম বণ্টন:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত থাকায় যে খাতে মুনাফা বেশি সে খাতে বিনিয়োগ বেশি হয়। উৎপাদনের সকল উপকরণ এর মালিকগণ তাদের উপকরণের ন্যায্য মূল্য বা দাম পায় না। এক্ষেত্রে সংগঠনের মালিকগণ অন্যান্য উপকরণের মূল্য কম দিয়ে সর্বদা বেশি মুনাফা লাভের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এতে আয় কিংবা সম্পদের অসম বণ্টন দেখা যায়।

৭. **সামাজিক কল্যাণ:** যে সকল ব্যক্তি বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না বা অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না বাজার অর্থনীতি বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তাদের কল্যাণ সাধিত হয় না। এ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী, যেমন- শিক্ষার জন্য খাদ্য, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, দরিদ্র বয়োজেষ্ঠদের জন্য বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, আশ্রয়ণ আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত।
- এদেশে অর্থনীতির সকল খাতে সরকারি ও ব্যক্তিগত খাতের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি, কারণ এ অর্থ ব্যবস্থায়-

i. ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হয়

ii. সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়

iii. সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা থাকায় মুনাফা অর্জনের সুযোগ বিদ্যমান।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টন দূর করার জন্য যে বিধান রাখা হয় তা হচ্ছে-

i. যাকাত

ii. ফিতরা

iii. মুনাফা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মি. শফিক তার কর্মস্থল ব্যাংক থেকে বাইরের একটি দেশে প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন দেশটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি বেসরকারি অনেক ব্যাংক রয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।

৩। কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত উৎপাদন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনে সরকারি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়-

(ক) ইসলামী (খ) সমাজতন্ত্রাতিক (গ) মিশ্র (ঘ) ধনতান্ত্রিক

৪। মিশ্র অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. বেসরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা

ii. শোষণহীন সমাজব্যবস্থা

iii. সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সোহেল 'X' দেশের নাগরিক। তিনি শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে 'Z' দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পান। 'Z' দেশটিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিচালনা। সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তখন সোহেল তার নিজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করলেন যেখানে রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

(ক) 'X' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?

খ. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(গ) 'Z' দেশের অর্থব্যবস্থার বিবরণ দিন।

(ঘ) 'X' ও 'Z' দু'টি দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে আপনার নিকট কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য। উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২। 'G' একটি উন্নত দেশ। সেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদের মালিকানাসহ অর্থনীতির সকল খাতে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। ফলে দেশটিতে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়।

(ক) অর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?

(খ) 'G' দেশটিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কিভাবে নির্ধারিত হয়।

(গ) 'G' দেশটির অর্থব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরুন।

(ঘ) দেশটিতে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার গুরুত্ব আছে নাকি নেই? যদি না থাকে তাহলে তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩। বাংলাদেশ থেকে আরিফুর রহমান দেশের বাইরে একটি দেশের দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেলেন। যেখানে তিনি দেখতে পেলেন দেশটিতে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। অথচ তার দেশে রাষ্ট্রের সকল খাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান বিদ্যমান।

(ক) সাধারণত কয় ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?

(খ) আরিফুর রহমান যে দেশটিতে গেলেন সেখানে মুনাফা কিভাবে অর্জিত হয়?

(গ) বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং কেন?

(ঘ) দুই দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কি? যুক্তিসহ মতামত লিখুন।

৪। ইমন ও জোসেফ দুই বন্ধু। তারা তাদের নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলছে। ইমন বলল, 'আমাদের দেশে উৎপাদন কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয় এবং এখানে শ্রম শোষণ নেই।' জোসেফ বলল "আমাদের দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয় করে।"

(ক) ইমন ও জোসেফ দুই বন্ধুর দেশ দুটির অর্থব্যবস্থা কিরূপ?

(খ) ইমনের দেশটিতে শ্রমিকদের স্বার্থ কিভাবে দেখা হয়?

(গ) জোসেফের দেশটিতে দাম ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হয় বর্ণনা দিন।

(ঘ) আপনি কি ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থন করেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ২.১: ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ক ৭। খ

পাঠ ২.২: ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। খ